যুগান্তর

তারিখ ২0 JUN 2013
পৃষ্ঠা ৩ কলাম ৩

কর্মবিরতি প্রত্যাহার

# ভিসিকে অবাঞ্ছিত ঘোষণা জাবি শিক্ষক সমিতির

**জাবি প্রতিনিধি**

ভিসি পতনের এক দফা দাবিতে গত ২৭ এপ্রিল থেকে কর্মবিরতি পালনের পর শিক্ষার্থীদের কথা বিবেচনা করে বুধবার এক সাধারণ সভায় কর্মবিরতি প্রত্যাহার করে ক্লাসে ফেরার ঘোষণা দিয়েছে জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতি। তবে ভিসি অধ্যাপক ড. মো: আনোয়ার হোসেনের বিরুদ্ধে নানা অভিযোগ এনে তাকে জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ে অবাঞ্ছিত এবং কোনো ধরনের প্রশাসনিক কার্যক্রমে অংশ নিতে দেয়া হবে না বলে জানিয়েছে শিক্ষক সমিতি। পূর্বঘোষিত তারিখ অনুযায়ী বুধবার বেলা ২টায় সাধারণ সভা শেষে এক সংবাদ সম্মেলনে দেড় শতাধিক শিক্ষকের উপস্থিতিতে শিক্ষক সমিতির সভাপতি অধ্যাপক ড. অজিত কুমার মজুমদার সাংবাদিকদের এ কথা জানান। এ সময় ১৩ শিক্ষককে শিবির বলে আখ্যা দিয়ে প্রধানমন্ত্রীর দফতরে ভিসি তালিকা প্রেরণ করেছেন বলে দাবি করে তার তীব্র নিন্দা জানিয়েছে শিক্ষক সমিতি। শিক্ষক সমিতি অভিযোগ করে বলে, ২০১২ সালের ১ ও ২ আগস্টের সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডের বিচার না করা, মিডিয়াতে ভিসির অনাকাঙ্ক্ষিত বক্তব্য প্রদান, বিভিন্ন শিক্ষকের প্রতি কটূক্তি ও সম্মানহানিকর বক্তব্য, বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাবমূর্তি ক্ষুণ্ণ করা, নিয়ম ভঙ্গ করে পরিসংখ্যান ও দর্শন বিভাগে দুজন শিক্ষার্থীকে অবৈধভাবে ভর্তি করা, অযোগ্য শিক্ষক নিয়োগ, ক্যাম্পাসের সৌন্দর্য নষ্ট ও বিভিন্ন স্থানে বেড়া দিয়ে সম্পদ কুক্ষিগত করা, বিভিন্ন ফান্ডের নামে বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থ অপচয় করা এবং ছাত্র-শিক্ষকদের নির্বিচারে শিবির বলাসহ নানা অভিযোগে বর্তমান ভিসি অধ্যাপক ড. মো: আনোয়ার হোসেনকে অবাঞ্ছিত করেছে শিক্ষক সমিতি। এ বিষয়ে শিক্ষক সমিতির সভাপতি ড. অজিত কুমার মজুমদার যুগান্তরকে বলেন, 'বর্তমান ভিসি অন্য বিশ্ববিদ্যালয় থেকে আসায় জাহাঙ্গীরনগরের প্রতি তার কোনো মায়া নেই। যখন তখন ছাত্র-শিক্ষকদের শিবির বলে আখ্যায়িত করা, অবৈধ নিয়োগসহ অন্যান্য দাবিতে সবার সম্মতিক্রমে ভিসিকে অবাঞ্ছিত করা হয়েছে।'

এ কর্মসূচির আওতায় বুধবার দুপুর থেকে পদত্যাগ না করা পর্যন্ত ভিসিকে সব ধরনের প্রশাসনিক কাজ করতে বাধা দেয়ার ঘোষণা দিয়েছেন শিক্ষক নেতারা। ফলে শুক্রবারের বার্ষিক সিনেট অধিবেশন হওয়ার কথা থাকলেও তা অনুষ্ঠিত হওয়া নিয়ে শংকা তৈরি হয়েছে।

এ বিষয়ে শিক্ষক সমিতি জানায়, এই ভিসি যেখানেই যাবেন আমরা সেখানেই তাকে বাধা দেব, ওনাকে এ বিশ্ববিদ্যালয়ের আর কোনো কাজ করতে দেওয়া হবে না। তবে এ অবরোধ কর্মসূচি চললেও বিশ্ববিদ্যালয়ের সব বিভাগ ও ইনস্টিটিউটে নিয়মিতভাবে ক্লাস-পরীক্ষা চলবে।